"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলে মন আর বুদ্ধিকে ছুটে বেড়ানো বন্ধ করো, একমাত্র বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়ে সেখানেই বুদ্ধিযোগ লাগাও তবেই সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা সঙ্গমে তোমাদের কোন্ পুরুষার্থ করিয়ে থাকেন, যা সম্পূর্ণ কল্পে আর হয় না?

*উত্তরঃ - বন্ধন থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে সম্বন্ধে বুদ্ধিযোগ জোড়ার পুরুষার্থ বাবা তোমাদের করিয়ে থাকেন। এই সময়ে একদিকে তোমাদের সম্পর্ক টেনে ধরে অন্যদিকে বন্ধন। এই যুদ্ধ চলতেই থাকে। আসুরি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে আসার হল এটাই সময়, কেননা ঈশ্বরকে যথার্থ রূপে এখনই তোমরা জেনে থাকো। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বললে তাঁর সাথে সম্বন্ধ জোড়ার পরিবর্তে ছিন্ন হয়ে যায়, বুদ্ধি বিপরীত দিকে চলে যায়। সেইজন্যই যথার্থ রূপে যখন তাঁর পরিচয় পেয়েছ তাঁর সাথেই সম্বন্ধ জোড়ার পুরুষার্থ কর।

*গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মানব...

ওম্ শান্তি । মানুষ মাত্রই মন আর বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যে মন আর বুদ্ধি আছে সে অনেক রকমের ভ্রম দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা অনেক রকমের বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পুরুষার্থ করছো। আত্মা বলে আমার মন ছুটে বেড়ায়। এখন বাবা বলছেন তোমাদের ছুটে বেড়ানোর দরকার নেই। অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদের মন ছুটতে-ছুটতে হয়রান হয়ে পড়েছে। এখন শ্রীমত অনুসারে চলে বুদ্ধির ছুটে বেড়ানোকে বন্ধ করো। একদিকেই বুদ্ধি যুক্ত করো, দেহ-অভিমানে এসে অনেক ছুটে বেড়িয়েছ। আত্মীয় মিত্র পরিজনদের অনেক বন্ধন থাকে। বাবা বলেন - ঐ সমস্ত সম্পর্ককে মনে মনে ভুলে এখন একজনের সাথে সম্পর্ক জোড়ো। মানুষ বলে থাকে আমার মন খুব ছুটে বেড়ায়। একের সাথে সম্বন্ধ জুড়তে পারি না। আমরা চাই এমন মিষ্টি-মিষ্টি অসীমিত সুখ প্রদানকারী বাবার সাথে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হই, কোথাও যেন বুদ্ধি ছুটে না বেড়ায়। বাবা বলেন অর্ধেক কল্প ধরে আসুরি মতে ছুটতে-ছুটতে তোমরা হয়রান হয়ে গেছ। এখন এই ছোটা ছেড়ে দাও। আমি হলাম আত্মা - এ'কথা ভুলে গেলে মনে হবে আমি দেহ। তখন দেহধারীদের সাথে সম্বন্ধ জুড়ে যায়। বাবা এমন বলেন না যে ত্যাগ করো কিন্তু তিনি বলেন এই মৃত্যুলোকের বন্ধনে থেকেও ঈশ্বরীয় সম্বন্ধকে স্মরণ করো। লৌকিক সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধন, আর এটা হল সম্বন্ধ (ঈশ্বরের সাথে)। বন্ধন হলো দুঃখের। সম্বন্ধ হলো সুখের। বন্ধন আর সম্বন্ধ দুটো আলাদা-আলাদা। বন্ধন শব্দটা পুরানো দুনিয়ার প্রতি আর সম্বন্ধ নতুন দুনিয়ার প্রতি। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হতে যাচ্ছো সুতরাং নতুন দুনিয়ার সাথে সম্বন্ধ জোড়ো। এই বন্ধনে থেকেও সম্বন্ধের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সম্বন্ধ কার সাথে রাখতে হবে? এমন তো কেউ-ই নেই যে বলবে মন্মনাভব, মধ্যাজীভব আর বলবে যে অসীম জগতের বাবার সাথে আর অসীমিত সুখের উত্তরাধিকারের সাথে সম্বন্ধ রাখো। বাবাই এসে এই সম্বন্ধ জুড়ে দেন। যখন তোমরা বন্ধনে আবদ্ধ থাকো, তোমাদের পুরুষার্থ করাবে এমন কোনো মানুষ নেই। একমাত্র বাবা আছেন যিনি বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্বন্ধে নিয়ে আসেন। মায়াবী রাজ্যে থাকে বন্ধন, সম্বন্ধ হয় রামরাজ্যে বা ঈশ্বরীয় রাজ্যে, তাকে বলা হয় ঈশ্বরীয় রাজ্য আর একে বলে আসুরি রাজ্য। কেননা সত্যযুগ স্থাপন করেন ঈশ্বর। ওখানে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য তোমরা বাচ্চাদের পুরুষার্থ করান। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছ। শুধুমাত্র সঙ্গম যুগেই সম্বন্ধ তৈরি করার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় আর কোনো যুগে এই পুরুষার্থ হয়না।

বাবা বলেন আমি এসে তোমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্বন্ধে বুদ্ধিযোগ জুড়ে দিই। সত্যযুগে নতুন সম্বন্ধের প্রালব্ধ এখনকার পুরুষার্থ দ্বারাই প্রাপ্ত করে থাকো। যারা সম্বন্ধ সম্পর্কে জানেই না তারা কিভাবে পুরুষার্থ করবে। এটা তো অবশ্যই হবে একদিকে সম্বন্ধ টানবে অন্যদিকে বন্ধন টেনে ধরবে। এই লড়াই চলতে থাকে। সত্যযুগ, ত্রেতায় সম্বন্ধের কোনো কথাই নেই। দ্বাপর, কলিযুগেও সম্বন্ধের কোনো বিষয় নেই। সঙ্গম যুগেই সম্বন্ধ আর বন্ধনের ধ্যান থাকে। এখন তোমরা জানো আমরা আসুরি বন্ধন থেকে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে যাচ্ছি। সঙ্গম যুগ হচ্ছেই পুরুষার্থ করার যুগ। তোমাদেরই বন্ধন আর সম্বন্ধ সম্পর্কে জানা আছে। আসুরি বন্ধনে রাবণ নিয়ে এসেছে। তারপর ঈশ্বর এসে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে নিয়ে যান। বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগ নিজের সাথে জুড়ে দেন, যার জন্য তোমরা স্বর্গের মালিক হও। ভক্তি মার্গে যে পুরুষার্থ করে সেটা অযথার্থ। যথার্থ পুরুষার্থ পরমপিতাই করান। সর্বব্যাপীর জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সাথে সম্বন্ধ হতে পারে না বরং আরও ছিন্ন হয়ে যায়। এখন তোমরা এক বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ জুড়েছ আর স্বর্গে বৈকুন্ঠের রাজত্ব পাওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ। শাস্ত্রতে তো ভগবানুবাচ অর্জুনের জন্য লিখিত আছে। শুধুমাত্র একজন অর্জুন কি থোড়াই হবে।

ভগবান তো রাজযোগ অনেককেই শিখিয়েছেন তাইনা। তা না হলে স্বর্গের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হবে। দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে আমি ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পুরুষার্থ করছি। এটা শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই করতে পারো। তোমাদের নিশ্চয় আছে যে আমাদের দৈবী রাজধানী ড্রামা অনুসারে অবশ্যই স্থাপন হবেই। আমরা না চাইলেও স্থাপন হবে। স্থাপনা হবে না এটা ইমপসিবল (অসম্ভব)। ড্রামা অবশ্যই স্থাপন করাবে। ড্রামা অবশ্যই আমাদের পুরুষার্থ করাবে পূর্ব কল্প অনুসারে। কিন্তু শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। ড্রামা বলে নিজের মতে চললে হবে না। তোমরা জানো ড্রামা অনুসারে ভারতকে স্বর্গ অবশ্যই হতে হবে, তবুও উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য শ্রীমত অনুসারে পুরুষার্থ করিয়ে থাকেন। সময়ও বলে দেন। ড্রামার প্ল্যান অনুসারেই বাবা এসেছেন। তিনি বলেন এই সঙ্গম যুগ হলো পুরুষার্থ করার জন্য। পতিত থেকে পবিত্র হতেই হবে। সঙ্গম যুগের অনেক মহিমা আছে। লৌকিকে হলো নদী আর সাগরের সঙ্গম, আর এই সঙ্গম তোমাদের এখনই হয়। বাবা বলেন এই সঙ্গমে আমি যুগে-যুগে আসি। সম্পূর্ণ দুনিয়া অবশ্যই পতিত হয়ে গেছে। এরপর পতিত থেকে দুনিয়াকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মানুষ মাত্রেই সবাইকে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এখন বিনাশের সময়, পবিত্রতা ছাড়া কোনো সজনী পরমপিতা পরমাত্মা সাজনের পিছনে যেতে পারবে না। তোমরা দেখেছ, পাখি যখন উড়ে যায় তখন ওদের মধ্যে একজন লিডার থাকে, তার পেছনে সমস্ত পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। এখানেও ঠিক তাই। সাজন এসেছেন ফুল তৈরি করতে তোমরা সবাই পবিত্র হয়ে যাবে তারপর যখন আমি যাব তখন তোমরা অসংখ্য সজনীরা আমার পিছনে দৌড়াবে। তোমরা সজনীরা জানো যে আমরা এই শরীর ত্যাগ করে চলে যাব - সাজনের পিছনে। ভগবান এক, ভক্তি অনেক। কেউ কাউকে মানে, কেউ অন্য কাউকে মানে। কেউ বলে সংসার তৈরিই হয়নি। যে যা বলেছে তাই মেনে নিয়েছে, নিজের মত অথবা মানুষের মতকে ভ্রম বলা হয়েছে। বাবা এসে সমস্ত ভ্রম থেকে মুক্ত করেন। এটা হলো দুঃখধাম। এখন সুখধামে যাওয়ার জন্য শ্রীমত পেয়েছ। নিরাকার বাবার মত পাচ্ছ। সাকার মানুষের কাছ থেকে কখনও শ্রীমত পাওয়া যায় না। রাবণ রাজ্যে আসুরি সম্প্রদায় ছাড়া পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমত কেউ-ই দিতে পারে না, যার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। দিন দিন মানুষ আরও ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওদের সবারই অধঃপতনের কলা, তোমাদের এখন উত্তরণের কলা। তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়ে উঠছ তারপর নিচে নামার কলা শুরু হবে। দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তারপর শুদ্র হবে। এখন তোমাদের উত্তরণের কলা। উত্তরণের কলায় সবার মঙ্গল হয়। সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে আর তোমরা জীবনমুক্তিতে চলে যাবে। ভারত কখনও শূন্য থাকে না। যখন ভারত স্বর্গে পরিণত হয় তখন আর কোনো খন্ড থাকে না। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম পরে আসে। এর আগে চন্দ্রবংশীয় রামরাজ্য ছিল। তার আগে সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। যখন ক্রাইস্ট ছিল না বৌদ্ধ ছিল, যখন বৌদ্ধ ছিল না তখন ইসলাম ছিল, আর যখন ইসলামও ছিল না তখন রামরাজ্য ছিল। তারও আগে সূর্যবংশী ছিল। এখন সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় পরিবার নেই। বাবা এসেই ৩ ধর্ম স্থাপন করেন। তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী প্রকৃত অর্থেই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। শূদ্র পুরুষার্থ করে না, ব্রাহ্মণরাই ব্রহ্মা দ্বারা শ্রীমত পেয়ে থাকে, যার মাধ্যমে তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবতা হয়ে ওঠো। বাকি অল্প সময় অবশিষ্ট আছে - বিনাশ এলো কি এলো। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে চলেছে। খারাপ হতে বেশি সময় লাগে না। যদি কেউ একজন বোমা নিক্ষেপ করে তো দ্বিতীয় পক্ষও বোমা ছুড়তে থাকে। তোমরা সূক্ষ্মলোক,মূললোক, বৈকুন্ঠ দেখে আসছ। সাক্ষাৎকার হয়। কৃষ্ণপুরীরও সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু কেউ ওখানে যেতে পারে না। যাওয়ার সময় তো তখন হবে যখন শিববাবা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, বাকি সাক্ষাৎকার তো হতে থাকবে।

এখন তোমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধ জুড়েছে। তোমাদের পিঠ রাবণ রাজ্যের দিকে। তোমাদের মুখ রামরাজ্যের দিকে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছ। বর্ণ অবিনাশী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অবশ্যই ব্রাহ্মণ বাচ্চা প্রয়োজন। তোমরা ব্রাহ্মণরা উত্তরাধিকার দাদার কাছ থেকে পেয়ে থাকো। স্বর্গের স্থাপনা করেন, রাজযোগ শেখান শিববাবা। এই ঈশ্বরীয় উত্তরাধিকার অর্ধেক কল্প ধরে চলে, তারপর তোমরা আসুরি উত্তরাধিকার পাও। উত্তরণের কলা ২১ জন্মের পর সম্পূর্ণ হবে। তারপর পুনরায় আসুরি রাজ্য শুরু হবে, অসুর হলো রাবণ। পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় বিন্দু সদৃশ। দুনিয়া জানে না যে শিবের রূপ কেমন। ওরা মনে করে এতো বড় লিঙ্গ। বাবা বলেন যেমন তোমরা আত্মার রূপ বিন্দু সদৃশ, ঠিক তেমনি আমি পরমাত্মার রূপও বিন্দু সদৃশ। যেমন তোমরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তেমনি আমিও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আমি সবসময় পরমধামে থাকি, জন্ম মৃত্যুর আবর্তে আসি না। তোমরা জন্ম মৃত্যুর আবর্তে আসো। আমি পতিত-পাবন সুতরাং আমাকে নিশ্চয়ই পরমধামে থাকতে হবে। এখন আমি তোমাদের পবিত্র করে তুলছি। এতে অনেক প্রাপ্তি। ২১ জন্মের জন্য তোমরা বিশ্বের মালিক হও। পুরানো দুনিয়াকে শুধুমাত্র বুদ্ধিযোগ দিয়ে ভুলে যেতে হবে। লৌকিকে বলা হয় এই বাচ্চা অথবা এই ধন (টাকাপয়সা) ঈশ্বর দিয়েছেন। এখন বাবা বলছেন এ'সবই শেষ হয়ে যাবে। এগুলো কিছুই না, এর প্রতি মমতা ত্যাগ কর। ভগবান তোমাদের কাছ থেকে এ'সব নিয়ে কি করবেন? শুধুমাত্র তোমরা মমত্ব ত্যাগ করো। এই ত্যাগ তো সামান্য। আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছি। যেমন বাবা যখন নতুন বাড়ি তৈরি

করে তখন পুরানো বাড়ির প্রতি মমত্ব ছুটে গিয়ে নতুন বাড়ির প্রতি মমত্ব জেগে ওঠে। তোমরা বাচ্চারা জানো এই পুরানো দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এখন আমাদের নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে সেইজন্যই এর প্রতি মমত্ব দূর করে নতুন দুনিয়ার প্রতি মমত্ব রাখতে হবে। কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে যেমন রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত আসে। এটা হচ্ছে অনন্ত দিন আর রাতের কথা। অর্ধেক কল্প ধরে চলে জ্ঞানের প্রালব্ধ। অর্ধেক কল্প ভক্তি। যখন সবকিছু তমোপ্রধান, জড়াজীর্ণ হয়ে পড়ে তখনই আমি আসি। এখন তো ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে গেছে। আমাকে প্রতিটি কণার মধ্যে পাথরে আছি বলা হয়। পাথরকেও পূজা করার জন্য রাখা হয়। পাথরকেই শিব বলে থাকে। পূজার জন্য পাথরের প্রতিমা তৈরি করে থাকে। ভক্তি মার্গের সামগ্রী অনেক। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যজ্ঞ তপ তীর্থ ইত্যাদি করে আসছে, শাস্ত্রও পড়েছে। বাবা বলেন এ'সব করে তোমরা আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমরা স্বয়ং আহ্বান করে বলো হে পতিত-পাবন এসো। পতিত আত্মারা তো যেতে পারবে না। কত ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। গানও আছে এখন অল্প ধৈর্য ধরো। শ্রীমত অনুসারে চললে তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। ২১ জন্মের জন্য তোমরা পুনরায় বিশ্বের মালিক হতে পারবে। একজনই পারলৌকিক পিতা স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। ওখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। তোমরা ৫ হাজার বছর পরে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। যারা এসে অল্প কিছু শোনে তারাও স্বর্গে যাবে কিন্তু উঁচু পদ পাবে না। যত যোগযুক্ত হয়ে থাকবে ততই পবিত্র হবে আর উঁচু পদ পাবে। শিববাবার স্মরণে থাকতে হবে আর সৃষ্টি চক্রকে ঘোরাতে হবে, অন্যদেরও বোঝাতে হবে তাহলে অনেক উঁচু পদ পাবে। বাবা বলেন অজামিলের মতো পাপিরাও উদ্ধার হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মৃত্যুলোকের বন্ধনে থেকেও সুখের সম্বন্ধকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে মন-বুদ্ধির ছুটে বেড়ানো বন্ধ করতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্যই এর প্রতি মমত্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। সমস্ত রকম ভ্রম থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।

বরদানঃ- যে কোনো বিষয়ে ফুলস্টপের বিন্দু লাগিয়ে সমাপ্তকারী সহজযোগী ভব

সমস্ত পয়েন্টসের সার হলো - পয়েন্ট (বিন্দু) হয়ে যাওয়া। পয়েন্ট রূপে স্থিত থাকলে কোশ্চেন মার্কের কিউ (লাইন, ভীড়) সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন কোনো বিষয়ে কোশ্চেন (প্রশ্ন) আসবে তখনই বিন্দু (ফুলস্টপ) লাগাও। ফুলস্টপ লাগানোর সহজ স্লোগান হচ্ছে - যা হয়েছে, যা হচ্ছে, যা হবে সব ভালো হবে, কেননা সঙ্গম যুগ হলোই ভালোর থেকেও ভালো। ভালো বললে ভালোই হবে, এতে সহজযোগী জীবনের অনুভব করতে থাকবে।

স্লোগানঃ- স্নেহই হলো সহজ স্মরণের সাধন, স্নেহতে লীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সহজযোগী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;